

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
সংস্কার শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা  
www.mora.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০২০.০২.০০২.২৩.০৪

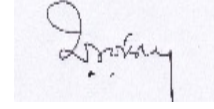
তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩০

০২ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র সংযোজনী ৬: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম [১.২.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদ করা হয়েছে (২য় ত্রৈমাসিকে: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩)। হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৯ (নয়) পাতা।



২-১-২০২৪

মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ

সহকারী সচিব

ফোন: +৮৮-০২-৫৫১০০৫৮৯

ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬

ইমেইল: reform\_sec@mora.gov.bd

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার

সমন্বয় ও সংস্কার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

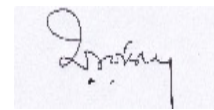
স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০২০.০২.০০২.২৩.০৪ /১(৫)

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩০

০২ জানুয়ারি ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ২) যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), সমন্বয় ও সংস্কার অধিশাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৪) সিস্টেমস এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- ৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়



২-১-২০২৪

মহ: আব্দুর রশিদ মোল্লাহ

সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ (২য় ত্রৈমাসিক: অক্টোবর/২০২০ থেকে ডিসেম্বর/২০২০)।

ক্রম	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়ার কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	চালুকরণের স্থান ও তারিখ	মন্তব্য
(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)	(ঙ)	(চ)	(ছ)	(জ)
১.	বেসরকারি মাধ্যমে হজগমনেনেছু ব্যক্তিদের গ্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা পদ্ধতি উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে সহজিকরণ। (অর্ধবছর: ২০২০-২৪)	পূর্বে সমস্যা কি ছিল? বেসরকারি ব্যবস্থাপনার কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজের গ্রাক-নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। গ্রাক-নিবন্ধন বাতিল ও রিফান্ডের জন্য হজযাত্রীর গ্রাক-নিবন্ধন ট্র্যাকিং নম্বর উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি তার পাণ্ডে টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকের ম্যানেজার বারাবার আবেদন লিখতে হত। আবেদন দাখিলের জন্য টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকে গমন করে আবেদন দাখিল করতে হত। ব্যাংক কর্মকর্তা অনলাইনে “বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনেনেছু ব্যক্তিদের গ্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা” সিস্টেমে রিফান্ডের রিকোয়েস্ট সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিফান্ডের আবেদন পর্যালোচনা, যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন দেয়া হত। মাসিকভিত্তিতে অনুমোদিত রিফান্ডের তালিকা প্রস্তুত করা হত এবং অর্থ প্রদানের জন্য নথির মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করে হজ এজেন্সির নামে চেক লিখা হত। এরপর চেক বিতরণের জন্য হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করা হত এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সি হজ অফিস, ঢাকা থেকে চেক গ্রহণ করতেন। পরবর্তীতে হজ এজেন্সি হজযাত্রীকে রিফান্ডের অর্থ ফেরত প্রদান করতেন। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত।	সেবা/আইডিয়ার কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	<a href="https://prp.pilgrimdb.org/">https://prp.pilgrimdb.org/</a>	সমগ্র বাংলাদেশ ০১ অক্টোবর ২০২০	

১

*Shamir*  
০২.০১.২০২০  
মহঃ আব্দুর রাশিদ মোল্লাহ  
সহকারী সচিব (সংস্কার)

	<p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?</p> <p>উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেবা সহজিকরণের জন্য এজেক্সি অনলাইনে তীর হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন। এরপর আবেদন ই-হজ সিস্টেমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের পর ব্যাংক কর্তৃক যাচাইপূর্বক অনুমোদন এবং Disbursement সম্পন্ন করে BEFTIN এর মাধ্যমে এজেক্সির ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে। পরবর্তীতে হজ এজেক্সি হজযাত্রীকে রিফান্ডের অর্থ ফেরত প্রদান করছেন। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে সর্বোচ্চ ৫ থেকে ৭ দিন সময় প্রয়োজন হচ্ছে।</p>				
<p>২. প্রাক-নিবন্ধন সেবা সহজিকরণ ই-হজ মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে হজের প্রাক-নিবন্ধন</p> <p>(অর্থবছর: ২০২২-২৩)</p>	<p><b>পূর্বে সমস্যা কি ছিল?</b></p> <p>সরকারি মাধ্যমে একজন হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধন করার জন্য নিকটবর্তী হজ প্রাক-নিবন্ধন কেন্দ্রে যেতে হত।</p> <p><b>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?</b></p> <p>ই-হজ ব্যবস্থাপনা (উদ্ভাবনে যুগান্তর)-এর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে হজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাকে হজযাত্রীদের দোরগোড়ায় এবং হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে “ই-হজ মোবাইল অ্যাপ” চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্যভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এর পাশাপাশি একটি ইন্ট্রিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে; যেমন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, বিভিন্ন ধরনের আবেদন, রিফান্ড সেবা ইত্যাদি।</p> <p>ই-হজ মোবাইল অ্যাপ চালুকরণের প্রথম ফিচার হিসেবে হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন সেবা যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে একজন হজযাত্রী যার বসেই সরকারি মাধ্যমের প্রাকনিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন-। ২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপটি উদ্বোধন করা হয়। হজযাত্রীদের হাতের মুঠোয় হজ সেবা প্রাপ্তির ফলে হজযাত্রী সহজ ও সুন্দর হবে। e-Hajj BD মোবাইল অ্যাপটি ভবিষ্যতের স্মার্ট বাংলাদেশ স্মার্ট হজ ব্যবস্থাপনায় হজ সেবার সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। যা হবে এক অনন্য মাইলফলক।</p>	<p>সেবা/আইডিআটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p><b>Play Store</b>  <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.hmis&amp;hl=en&amp;gl=US&amp;pli=1">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.hmis&amp;hl=en&amp;gl=US&amp;pli=1</a></p> <p><b>App Store</b>  <a href="https://apps.apple.com/pk/app/ehajj/id1625546283">https://apps.apple.com/pk/app/ehajj/id1625546283</a></p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২৬ এপ্রিল ২০২৩</p>

*Signature*  
 ০২-০১-২০২৩  
 মহঃ আব্দুর রশিদ মোস্তাফিজ  
 সহকারী সচিব (সংস্কার)

<p>৩. সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনে যুক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা পদ্ধতিতে উক্তবনী ধারণার মাধ্যমে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ। (অর্ধবছর: ২০২১-২২)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজের প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দুই সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রাক-নিবন্ধন বাতিল ও রিফান্ডের জন্য প্রাক-নিবন্ধন ট্র্যাকিং নম্বর উল্লেখপূর্বক টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংকের ম্যানেজার বারবার আবেদন লিখতে হতো। আবেদন দাখিলের জন্য টাকা জমা প্রদানকৃত ব্যাংক গমন করে আবেদন দাখিল করতে হতো। ব্যাংক কর্মকর্তা অনলাইনে “সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনে যুক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন রিফান্ড সেবা” সিস্টেমে রিফান্ডের রিকোয়েস্ট সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতেন। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিফান্ডের আবেদন পর্যালোচনা, যাচাই-বাছাই এবং অনুমোদন দেয়া হতো।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p><a href="https://hajj.gov.bd/bn/application-of-pilgrim-pre-registration-refund/">https://hajj.gov.bd/bn/application-of-pilgrim-pre-registration-refund/</a></p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২</p>
<p>৪. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান সহজিকরণ। (অর্ধবছর: ২০২১-২২)</p>	<p>সমাধানে উত্তরন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? উত্তর পরিষ্কৃতিতে সেবা সহজিকরণের জন্য একজন প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর প্রাক-নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারছেন এবং ব্যাংক কর্তৃক যাচাই পূর্বক Disbursement সম্পন্ন করে BEFTN এর মাধ্যমে হজযাত্রীর ব্যাংক হিসেবে অর্থ স্থানান্তর করা হচ্ছে।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>IBAS++ এর মাধ্যমে</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২</p>

১৬  
সহঃ  
সরকারি  
সচিব (সংস্কার)

<p>৫. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান (অর্থবছর: ২০২১-২২)</p>	<p>পর তা প্রত্যয়ন প্রদান করা হতো। দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং তৃতীয়ত স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য এর কাছে যেতে হতো এবং যাচাইপূর্বক প্রত্যয়ন প্রদান করা হতো। প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারণে সেবা গ্রহিতার অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হতো।</p> <p>সমাধানে উল্লিখন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে, কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারছেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফর্মটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফর্ম বিতরণ করা হয়। সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/ মেয়র/ কাউন্সিলর-এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে আবেদন করতে পারবেন।</p> <p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়। এরপর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের CAFO (Chief Accounts and Finance Officer) বরাবর GO জারি করে জারিকৃত GO এর আলোকে IBAS++ এ এন্থ্রি সম্পন্ন করা হতো। CAFO কর্তৃক GO এর অধিষ্টি জেলা/ উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে যাচাই-বাছাইপূর্বক জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হতে চেক বিতরণ ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর্থিক বছর শেষে স্ব কাৰ্যালয়ে বিলের মাধ্যমে বিতরণকৃত অর্থের সমন্বয়ে কাছাটি করে থাকে। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হয়।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>iBAS++ এর মাধ্যমে</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২</p>
---	---	---	--------------	--------------------------	---

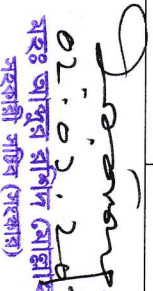
*Signature*  
**০১. এম. এ. মোস্তাফিজ**  
 সহকারী সচিব (সংস্কার)

	<p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?  ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানের জন্য প্রাণ্ড আবেদন যাচাই-বাছাই ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে EFT (Electronic Fund Transfer) এর মাধ্যমে অনুদানের অর্থ প্রদান করা হয়েছে, ফলে অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। বছর শেষে গ্রান্টি স্বীকার ও সমন্বয়ের কাজটি সংক্রিয় পদ্ধতিতে IBAS++ এ সম্পন্ন করা হচ্ছে।</p>	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	<a href="https://hajj.gov.bd/bm/hajj-agency-list/">https://hajj.gov.bd/bm/hajj-agency-list/</a>	সমগ্র বাংলাদেশ ৩০ ডিসেম্বর ২০২২
<p>৫. হজ এজেন্সির ই-প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট  (অর্ধবছর: ২০২১-২২)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল?  ই-হজ সিস্টেমে সকল এজেন্সির প্রাথমিক তথ্য থাকলেও বিস্তারিত যালনাগাদ তথ্যাদি যেমন হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মালিক তাঁর এজেন্সির যাবতীয় তথ্য (ফরম-২৫) এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য যেমন ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সিভিল এভিয়েশন সনদ, অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র/মালিকানা দলিল ইত্যাদি ছিল না। এছাড়াও বিপত বছরগুলোতে হজ কার্যক্রমের সজ্ঞা সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মাফা, শাস্তির তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সিস্টেমে পাওয়া যেত না। অধিকন্তু দ্রুত ও নির্ভুলভাবে এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ট্রাভেল লাইসেন্স যাচাইয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ট্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ এজেন্সির প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা ছিল না।</p> <p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?  ২০২১-২২ অর্ধবছরে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুমোদিত হজ এজেন্সির বিস্তারিত প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিস্টেমে হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/মালিক তাঁর এজেন্সির যাবতীয় তথ্য (ফরম-২৫) পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংযুক্ত করে ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সিভিল এভিয়েশন সনদ, অফিস ভাড়া চুক্তিপত্র/মালিকানা দলিল ইত্যাদি হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সাবমিট</p>	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	<a href="https://hajj.gov.bd/bm/hajj-agency-list/">https://hajj.gov.bd/bm/hajj-agency-list/</a>	সমগ্র বাংলাদেশ ৩০ ডিসেম্বর ২০২২

৫

Signature  
০২.০১.২০২২  
হাজি আব্দুর রাশিদ মোস্তাফিজ  
সহকারী সচিব (সংস্কার)

<p>১. নিবন্ধিত হজযাত্রীদের অনলাইন নিবন্ধন রিফান্ড সিস্টেম (অধঃস্বর: ২০২০-২১)</p>	<p>করছেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত ব্যবহারকারী সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে যাবতীয় ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে তা সুপারিশ করা হচ্ছে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন অনুমোদনকারী তা অনুমোদন করছেন। কোন ডকুমেন্ট বা তথ্যের ঘাটতি বা গারমিল (Shortfall) থাকলে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত ব্যবহারকারী তাঁর বিরণ উল্লেখ করে আবেদনটি নাকচ করে দিচ্ছেন এবং সংশোধনপূর্বক আবেদনকারী পুনরায় আবেদন প্রেরণ করছেন। এছাড়াও উক্ত প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বিগত বছরগুলোতে হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মাথলা, শাস্তির তথ্যসহ প্রয়োজনীয় তথ্য এন্ট্রি করা হচ্ছে। অধিকন্তু, দূত ও নিভুলভাবে এজেন্সি কর্তৃক প্রদানকৃত ড্রাভেল লাইসেন্স যাচাইয়ের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ড্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমের সাথে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ এজেন্সির প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন করা হয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাই সম্বলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর এজেন্সির তথ্য “ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচাইকৃত” হিসেবে হজ বিষয়ক পোর্টালে প্রকাশ করা হচ্ছে।</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? ২০২০ সালে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজকীয় সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌদি আরবের বাহিরে বহির্বিধ থেকে কোন হজযাত্রী পবিত্র হজে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ পরিস্থিতিতে কোন হজযাত্রী যদি তাঁর হজ নিবন্ধন বাতিল করে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ফেরত নিতে চান তাহলে তা সহজভাবে দূত সময়ের মধ্যে আবেদনকারী হজযাত্রীকে প্রদান করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল।</p>	<p>সমাধানে উন্নয়ন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? উদ্বৃত্ত পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় “হজযাত্রীদের অনলাইন রিফান্ড সিস্টেম” প্রবর্তন করে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নিবন্ধিত হজযাত্রী অনলাইনে তাঁর</p>	<p>সেবা/আইডিআটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p> <p><a href="https://hajj.gov.bd/bn/application-of-refund">https://hajj.gov.bd/bn/application-of-refund/</a></p> <p>সমগ্র বাংলাদেশে ২০২০-২১ অধঃস্বরে চালুকৃত</p>
--	--	---	--	--	--

০২:০১.২০২৪  
  
 মহঃ আসন্ন রশিদ মোস্তাফিজ  
 সহকারী সচিব (সংস্কার)


	<p>নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। হজযাত্রী কর্তৃক আবেদন দাখিলের পর সেটি হজ অফিস, ঢাকা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে যাচাই-বাছাই ও অনুমোদনের পর হজযাত্রীর নিবন্ধন বাতিল হবে এবং হজযাত্রী পে-অর্ডারের মাধ্যমে অথবা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাঁর ব্যাংক হিসেবে অর্থ ফেরত পেয়ে থাকেন। উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেয়ার মাধ্যমে হজযাত্রীদের নিবন্ধন বাতিল (নিবন্ধন রিফাউ) প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা হয়।</p>				
<p>v. দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ (অর্ধবছর: ২০২০-২১)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত অর্ধবছরে দুঃস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাচনে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম পূরণের পাশাপাশি ফর্মে ত্রিখিত প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হতো। একজন দুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যয়ন গ্রহণের জন্য এতগুলো ধাপ অনুসরণ করার কারণে তাঁর সময়, অর্থ এবং ভিজিট সংখ্যা বেড়ে যেতো।</p> <p>সম্মুখীন উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? দুঃস্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় ধাপ কমিয়ে আনা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন উপকারভোগী পূর্বের চেয়ে অনেক সহজে কম সময়ে ও কম খরচে আবেদন জমা দিতে পারেন। উক্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য দুঃস্থ অনুদানের নির্ধারিত আবেদন ফর্মটিতে পরিবর্তন আনা হয়, এবং নতুন ফর্ম বিতরণ করা হয়। সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় একজন দুঃস্থ ব্যক্তি শুমাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান/মেয়র/কাউন্সিলর এর কাছে থেকে প্রত্যয়ন গ্রহণ করে আবেদন করতে পারবেন।</p>	<p>সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>iBAS++ এর মাধ্যমে</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্ধবছরে চালুকৃত</p>
<p>৯. দুঃস্থ ব্যক্তিদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনুদান প্রদান (অর্ধবছর: ২০২০-২১)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? বিভাজন সোতাবেক দুঃস্থ অনুদানের অর্থ অগ্রিম উত্তোলন করে মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হতো। এরপর GO সোতাবেক চেক জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাচাইপূর্বক প্রদানের জন্য প্রেরণ করতে হতো। জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক চেক বিতরণ</p>	<p>সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>iBAS++ এর মাধ্যমে</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্ধবছরে চালুকৃত</p>

*Signature*  
০২:০২  
রহমত আলী রশিদ (সহকারী সচিব)



	<p>ও প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ এবং প্রাপ্তি স্বীকার মন্তগলনে প্রেরণ করতেন। Chief Accounts and Finance Officer ধর্ম বিষয়ক মন্তগলন কর্তৃক অধিক বঙ্গের শেষে অগ্রিম উত্তোলিত টাকা সমন্বয় করতেন। অনুদান প্রদানের এই প্রক্রিয়া সময় সাপেক্ষ হওয়ায় দুস্থ অনুদান প্রাপ্তিতে তুলনামূলক বেশি সময় প্রয়োজন হতো। এছাড়াও উক্ত প্রক্রিয়ায় বেশি জনবলের প্রয়োজন হতো।</p> <p><b>সমাধানে উল্লেখ/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?</b>  দুঃস্থদের সহায়তার জন্য উপকারভোগীর ব্যাংকে হিসেবে EFT (Electronic Fund Transfer) অথবা মোবাইলে MFS (Mobile Financial Services) এর মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীর ব্যাংক হিসেবে EFT অথবা মোবাইলে MFS এর উপকারভোগীর বিকাশ/নগদ/রকেট একাউন্টে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে উক্ত সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে অতি দ্রুত উপকারভোগীর কাছে অনুদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।</p>	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রয়োজন নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত
<p>১০. হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা সহজিকরণ (প্রি-এরইভাল ইমিগ্রেশন – Route to Makkah)  (অর্থবছর: ২০১৯-২০)</p>	<p><b>পূর্বে সমস্যা কি ছিল?</b>  সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন এর সময় অনেক সময় অপেক্ষা করতে হতো। ঘটনার পর ঘটনা অপেক্ষা করার কারণে হজযাত্রীরা অনেক কষ্ট ও দুর্ভোগের শিকার হতেন। হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবের বিমানবন্দরে দীর্ঘক্ষণ হ্রাসের পর আবার ঘটনার পর ঘটনা অপেক্ষা করার কারণে অনেক হজযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এছাড়াও হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রীদের জেদা বিমানবন্দর থেকে মস্কার বাড়িতে অথবা মদিনা বিমানবন্দর থেকে মদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য আবার অনেক সময় অপেক্ষা করতে হতো।</p> <p><b>সমাধানে উল্লেখ/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?</b>  সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কমািয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশি হজযাত্রীদের সৌদি আরব অংশের</p>				

৮

  
**মহুঃ অধ্যক্ষ**  
**সহকারী সচিব (সংস্কার)**

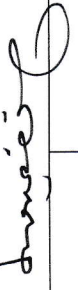
<p>১১. হজযাত্রীদের লাগেজ ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ (অর্থবছর: ২০১৯-২০)</p>	<p>ইমিগ্রেশন জেদা/মাদিনার পরিবর্তে ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহনের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কাস্থ হোটেলের কক্ষে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এ কার্যক্রমের ফলে সৌদি আরবের জেদায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘট্টা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাগব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফল তাঁর সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়।</p> <p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? সৌদি আরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগতো। ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হবার পর হজযাত্রীদের জেদা বিমানবন্দর থেকে মক্কা অথবা মাদিনার বাড়িতে যাবার জন্য নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব লাগেজ উঠানোর জন্য পুনরায় দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হতো। হজযাত্রীদের বাংলাদেশ থেকে সৌদিআরবে ভ্রমণ, বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার কারণে অনেক কষ্ট ও দুভোগ পোহাতে হতো। পরবর্তীতে গভ্রব্যে পৌঁছে দেখা যায়, অনেক হজযাত্রীর লাগেজ হারিয়ে গেছে।</p> <p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? সৌদিআরবের বিমানবন্দরে বাংলাদেশী হজযাত্রীদের ইমিগ্রেশন ও লাগেজ ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষার সময় ও কষ্ট কন্মিয়ে আনার লক্ষ্যে Makkah Route Initiative কার্যক্রমের আওতায় হজযাত্রীদের লাগেজ পরিবহন করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেই সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা এবং লাগেজে বাড়িভিত্তিক বিশেষ রং এর চিহ্নিকার লাগোনো হয়েছে। পরবর্তীতে হযাত্রীদের লাগেজগুলো চিহ্নিকার অনুযায়ী সৌদি অনুমোদিত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মাধ্যমে হজযাত্রীর নির্ধারিত হোটেল/বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজযাত্রীদের লাগেজ সরাসরি হজযাত্রীর মক্কা/মাদিনার হোটেল/বাড়ির কক্ষে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। হজযাত্রীগণ বিমানবন্দরে অপেক্ষা না করে সরাসরি নির্ধারিত বাসে স্ব-স্ব বাড়িতে চলে গিয়েছেন এবং</p>	<p>সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>প্রযোজ্য নয়</p>	<p>বাংলাদেশ ও সৌদি আরব ২০১৯-২০ অর্থবছরে চলুকৃত</p>	
---	--	--	--------------	---------------------	--	--

১১

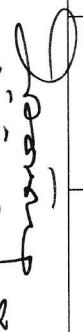
সহঃ সচিব (সংস্করণ)  
সকলকর্তী সচিব (সংস্করণ)

*[Signature]*

	<p>হজযাত্রী পৌঁছার পূর্বেই লাগেজ হজযাত্রীর টিকানায় পৌঁছে যাওয়ায় হজযাত্রীগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশী হজযাত্রীদের বিমান বন্দরে ০৬ থেকে ০৮ ঘটনা অপেক্ষার সময় ও কষ্ট লাগব হয়েছে। প্রথম বছরেই অত্যন্ত সফল তাঁর সাথে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক হজযাত্রীর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা হয়।</p>				
<p>১২. ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল ও ই-হেলথ সনদ (অর্থবছর: ২০১৯-২০)</p>	<p><b>পূর্বে সমস্যা কি ছিল?</b> হজযাত্রীর হজযাত্রার পূর্বে মোডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য সিস্টেমে সময়মত হালনাগাদ না থাকার কারণে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসা প্রদানের সময় নানা রকম সমস্যা হতো। হজযাত্রীরা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে মোডিকেল প্রোফাইল এর ফরম পূরন করতেন এবং পূরনকৃত ফরম কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে আটা এন্ট্রি করতে অনেক সময় লাগত এবং তুটি বিকৃতি হতো। সৌদি আরবে চিকিৎসা সেবার সময় হজযাত্রীর তথ্য সময়মত পাওয়া যেত না। এছাড়াও হজযাত্রীরা টিকা গ্রহণ এর পর ম্যানুয়াল ড্যাঙ্কলেশন কার্ড পেতেন। এ কারণে কোন হজযাত্রী যদি টিকা গ্রহণ না করে থাকতেন তাঁর তথ্য সিস্টেমে পাওয়া যেত না। এছাড়াও ম্যানুয়াল সিস্টেম থাকার কারণে কোন হজযাত্রী কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কিনা, অচল অক্ষম কিনা তাও জানা সম্ভব ছিল না।</p> <p><b>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?</b> হজযাত্রীরা যাতে তাদের মোডিকেল প্রোফাইল এর তথ্য ফরম অনলাইন থেকে ডাউনলোড করতে পারেন। অনলাইন প্রোফাইল ফর্মে ট্র্যাকিং নং এর বিপরীতে বেসিক ইনফরমেশন যেমন নাম, ড্র্যাংকিং নাম্বার, পিতা/মাতা তাঁর নাম, পাসপোর্ট নাম্বার ইত্যাদি তথ্য থাকবে কিম্বা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য শুধুমাত্র অননুমোদিত চিকিৎসক স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে অনলাইনে পূরণ করেন। হজযাত্রী প্রিন্টকৃত হেলথ প্রোফাইল প্রিন্ট করে অননুমোদিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অননুমোদিত ইউজার (ডাক্তার/ নার্স/ স্বাস্থ্য কর্মী) সিস্টেমে প্রদত্ত তথ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যাচাই করে তা এন্ট্রি করেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইউজার ফরমের তথ্য নিশ্চিত করার পরই হজযাত্রীদের</p>	<p>সেবা/আইডিয়ারটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p><a href="https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N">https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N</a> (N=হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর)</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত</p>

  
মহঃ আকবুর রশিদ মোস্তাফিজ  
সকলগী সচিব (সংস্করণ)

<p>১৩. কিউ ম্যানোজমেন্ট সিস্টেম (অর্থবছর: ২০১৯-২০)</p>	<p>ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল টিকার ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র তৈরি হবে এবং প্রিন্ট করা যায়। ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল টিকার ডিজিটাল প্রত্যয়নপত্র না থাকলে হজমাত্রীদের ভিসা প্রদান করা হবে না। এর ফলে সকল হজমাত্রীদের ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইলসহ টিকা প্রদান নিশ্চিত করা হয়। যেহেতু হজমাত্রীদের তথ্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে এন্ট্রি হয়ে যায় এর ফলে পূর্বের বছরের শায়াম্ভার কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে তাটা এন্ট্রি করতে হয় না এবং এর ফলে ফলে সৌদি আরবে চিকিৎসা সেবার সময় হজমাত্রীর তথ্য সময়মত পাওয়া যায়।</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? সৌদি আরবে মস্কা ও মদিনার বাংলাদেশ রেডিক্যাল সেন্টারে অনেক হজমাত্রী একসাথে চিকিৎসা গ্রহণের সময় অনেক সময় সঠিকভাবে কিউ ব্যবস্থা এবং সিরিয়াল অনুসারে সুশৃঙ্খলভাবে সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে যেতো। সন্মানিত হাজীগন বিশেষ করে বয়স্ক হাজীরা সেবা গ্রহণে ভোগান্তির শিকার হতেন।</p>	<p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? লক্ষ্যমূলক হজমাত্রীর চিকিৎসা সেবা সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে কিউ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর ফলে সন্মানিত হজমাত্রীদের দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। হজমাত্রীদের বিশেষ করে বয়স্ক হাজীদের মেডিকেল সেবা দ্রুত দেয়া সম্ভব হয়েছে।</p>	<p>সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>প্রয়োজ্য নয়</p>	<p>সৌদি আরবের মস্কায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের চালুকৃত</p>
<p>১৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় e-Recruitment চালুকরণ (অর্থবছর: ২০১৯-২০)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? পূর্বের প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী ডাকঘোলে আবেদন প্রেরণ করতেন। আবেদনকারীর পরীক্ষার ফি প্রদানের জন্য ব্যাংক যেতে হত। পূর্বের প্রক্রিয়ায় সকল আবেদনকারীর তথ্য এন্ট্রির পর প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে ডাকঘোলে আবেদনকারীর টিকানায়ে প্রেরণ করা হত।</p>	<p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে মোবাইলের মাধ্যমে (টেলিটক) পরীক্ষার ফি প্রদান করা যাচ্ছে। অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এর কারণে মন্ত্রণালয় থেকে বিপুল পরিমাণ আবেদনকারীর তথ্য এন্ট্রি করতে হবে না এবং</p>	<p>সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p><a href="http://mora.telstalk.com.bd/">http://mora.telstalk.com.bd/</a></p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরের চালুকৃত</p>	

  
 Md. Anwarul Karim  
 সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার  
 সফটওয়্যার সচিব (সংস্করণ)

24.	Meeting 15 Minute (অর্থবছর: ২০১৯-২০)	তা ভুল হবার সম্ভাবনা নাই। ই-রিফ্লেক্সেসিটে সিস্টেমে আবেদনকারী নিজেই প্রবেশপত্র ডাউনলোড ও প্রিন্ট করতে পারবেন। সিস্টেমের মাধ্যমে সিট গ্ল্যান তৈরি, সংক্রিয়ভাবে পরীক্ষার হাজিরা নিট তৈরি, এসএমএস এর মাধ্যমে উত্তীর্ণ আবেদনকারীকে ফলাফল জানানো যাবে।	সেবা/আইডিহ্যাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যা	প্রয়োজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালুকৃত	
25.	হজ প্রশিক্ষণ মডিউল ডকুমেন্টারি (অর্থবছর: ২০১৮-১৯)	Meeting 15 Minute হল একটি উজ্বলনী ধারণা যেখানে প্রতিদিনের নিজের দৃষ্টির কাজ সুষ্ট ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১৫ মিনিটের একটি ছোট কিছু কার্যকর সভা করা। সভায় সভাপতি তাঁর দৃষ্টির সকল টিম মেম্বারদের নিয়ে প্রতিদিন এই ছোট সভা করতে পারেন যেখানে ৮-১০ মিনিট আজকের কি কি কাজ করণীয় আছে সে বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন। এছাড়াও গতকাল পর্যন্ত কারো কোন কাজ পেডিং কাজ আছে কিনা তা নিয়েও আলোচনা করতে পারেন; সপ্তাহের/মাসের কি কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে তা লিষ্ট করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিদিনের কাজ ভাগ করতে পারেন। এছাড়াও টিমের কোন মেম্বার আজ কি কাজ করবেন তা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। শেষ ৫ মিনিট সভাপতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। Meeting 15 Minute সভাটি স্ক্যাডিং সভা হতে পারে বা সাধারণ সভার মতও হতে পারে। যেখানে সভাপতি মধ্যখানে দাঁড়ানেন বা বসবেন এবং টিম মেম্বারগণ তাকে ঘিরে বৃত্তকারে থাকবেন। সভাটি যথাসম্ভব একই স্থানে এবং একই সময়ে করতে হবে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সকল অনুবিভাগ ও শাখায় Meeting 15 Minute এর কার্যক্রম শুরু করেছে এবং সকল আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কে এর কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	হজ বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে যা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ও হজ বিষয়ক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।	সেবা/আইডিহ্যাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যা	<a href="https://hajj.gov.bd/">https://hajj.gov.bd/</a>	সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালুকৃত

<p>১৭. নাগরিক সেবা হটলাইন (১১৩) এর মাধ্যমে হজযাত্রীদের তথ্য অনুসন্ধান সহজিকরণ (অর্থবছর: ২০১৮-১৯)</p>	<p>হজ বিষয়ক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য নাগরিক সেবা হটলাইন (১১৩) তে হজ সেবা অর্জিত করা হয়।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>প্রয়োজ্য নয়</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালুকৃত</p>
<p>১৮. সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজগমনেচ্ছুদের অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন সেবা (অর্থবছর: ২০১৮-১৯)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ হজ অফিস, টাকা, সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে হজের প্রাক-নিবন্ধন করে থাকেন। তাদের প্রাক-নিবন্ধনের জন্য ইতিপূর্বে সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ তাদের সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোতে গিয়ে প্রাক-নিবন্ধন করতেন অথবা কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করতেন। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার একজন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন করেন। কিন্তু একজন সরকারি ব্যবস্থাপনার হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি যার বসে প্রাক-নিবন্ধন করতে পারতেন না।</p> <p>সমাধানে উদ্ভবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? নতুন এই ই-সার্ভিস এর মাধ্যমে যার বসেই একজন সরকারি ব্যবস্থাপনার হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তি প্রাক-নিবন্ধন করতে পারেন। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র হজযাত্রীর একটি জিমেইল একাউন্ট প্রয়োজন হবে।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p><a href="https://hajj.gov.bd/bn/pre-registration/">https://hajj.gov.bd/bn/pre-registration/</a></p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালুকৃত</p>
<p>১৯. হজযাত্রীদের ক্ষুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ (অর্থবছর: ২০১৭-১৮)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? হজযাত্রীগণ তাদের সি-রোজেক্টেশনের ও রোজেক্টেশনের নোটিফিকেশন, প্রশিক্ষণের স্থান, সময় ও তারিখে; টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান; ভিসা, ফ্লাইটের, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইত্যাদি নোটিফিকেশন পেতেন না এবং এতে অনেক সময় হজযাত্রীদের বিভ্রমনার পড়তে হতো এবং ভিজিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় ও অর্থ অপচয় হতো।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>প্রয়োজ্য নয়</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত</p>

*Signature*  
০২-০১-২০১৮  
মহঃ আব্দুর রাশিদ মোল্লাহ  
সহকারী সচিব (সংস্কার)

<p>২০. হজ বিষয়ক কল সেন্টার (অর্ধবছর: ২০১৭-১৮)</p>	<p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?          প্রত্যেক হজযাত্রীকে এসএমএস প্রেরণ করে তথ্য সেবা এবং বিভিন্ন বিষয়ে অবগতি ও করণীয় বিষয়সমূহ অবহিত করতে নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়ে থাকে যেমন হজযাত্রীগণ তাদের স্থি-রেজিস্ট্রেশনের ও রেজিস্ট্রেশনের নোটিফিকেশন, প্রশিক্ষণের স্থান, সময় ও তারিখ; টিকা গ্রহণের তারিখ ও স্থান; ভিসা, ফ্লাইটের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নোটিফিকেশন এবং এছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্য ফুদেবার্তা (SMS) প্রেরণ করা হচ্ছে। উল্লেখিত সেবা প্রদানের ফলে হজযাত্রীগণ যত্নে বসেই বিনামূল্যে বিভিন্ন তথ্য সেবা পাচ্ছেন এবং তাঁদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারছেন। এতে হজযাত্রীদের কোন বিভ্রাট পড়তে হচ্ছে না। এছাড়া কমনোছে ভিজিট সংখ্যাও।</p> <p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল?          হজযাত্রীগণ, হজ সংক্রান্ত অংশিজন বা একজন নাগরিক হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন হজে গমনের প্রক্রিয়া, প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, রিফান্ড, প্রতিস্থাপন, ট্রান্সফার, ভিসা, ফ্লাইট, আবাসন বিভিন্ন প্রসঙ্গের জিজ্ঞাসার জন্য ধর্ম বিষয়ক মহাশয়, হজ অফিস ঢাকা অথবা সংশ্লিষ্ট এজেন্টের নিকট আসতেন। এতে অনেক সময় উপকারভোগীকে বিভ্রাট পড়তে হতো এবং ভিজিটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সময় ও অর্ধ অপচয় হতো।</p> <p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে?          হজ বিষয়ক কল সেন্টার 09602666707 হজ বিষয়ক তথ্যাদি প্রদান করে থাকেন। উক্ত কল সেন্টার হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য থেকে শুরু করে হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। হজ বিষয়ক কল সেন্টার চালুর ফলে দেশের লক্ষাধিক হজযাত্রী ছাড়াও দেশ-বিদেশের যে কেউ হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যের সর্বশেষ তথ্যাদি পাচ্ছেন। হজ বিষয়ক কল সেন্টার তথ্যাদি প্রদানের পাশাপাশি হজযাত্রীদের প্রদাকৃত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করছেন যার মাধ্যমে হজ যাত্রীদের সেবা শ্রাণ্ডি অনেক সহজ হয়েছে।</p>	<p>সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>প্রযোজ্য নয়</p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ          ২০১৭-১৮          অর্ধবছরের          চালুকৃত</p>
--	---	--	--------------	---------------------	--

০২-০৩-২০১৮  
 সহকারী সচিব (সংস্কার)

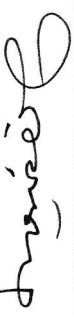
<p>২১. হজ গাইড মোবাইল অ্যাপস (অর্থবছর: ২০১৭-১৮)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? হজযাত্রীগণ এবং হজ সংক্রান্ত অংশিজন হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যেমন হজের হজযাত্রীদের প্রোফাইল তথ্য, হজ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় তথ্য, ভিসা, ফ্লাইট, আবাসন করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা, হালনাগাদ সংবাদ ও তথ্য ইত্যাদি তথ্য খুব সহজেই পেতে কোন প্ল্যাটফর্ম ছিল না। এছাড়াও মিনা এবং আরফায় অনেক মানচিত্রে তীব্র অবস্থান ও GPS লোকেশন না জানায় অনেক হজযাত্রী হারিয়ে যেতেন এবং এতে অবর্ণনীয় কষ্ট এবং দুর্ভোগের শিকার হতেন।</p>	<p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? “হজ গাইড মোবাইল অ্যাপস” নামে হজযাত্রীদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়। অ্যাপসটি Google Play Store এবং App Store থেকে ডাউনলোড করা যাবে। “হজ গাইড মোবাইল অ্যাপস” হজযাত্রীদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যবলী দিয়ে সহায়তা করে যেমন হজের হজযাত্রীদের প্রোফাইল তথ্য, হজ পদ্ধতির প্রয়োজনীয় তথ্য, করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা, হালনাগাদ সংবাদ ও তথ্য, প্রাথমিক প্রশ্নোত্তর, জরুরী যোগাযোগ, ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে তথ্য, মানচিত্রে অবস্থান, মানচিত্রে নিকটতম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের অবস্থান, পবিত্র কোরআন থেকে বাংলা, ইংরেজি এবং আরবি ভাষায় সমস্ত সুরার আডিও, আবহাওয়ার সংবাদ ইত্যাদি। এছাড়াও এই অ্যাপসটি মানচিত্রে তীব্র অবস্থান ও GPS লোকেশন বের করতে সহায়তা করে যার মাধ্যমে একজন হাজী খুব সহজেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত আবুতে পৌঁছাতে পারছেন।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p>App Store <a href="https://apps.apple.com/sa/app/haj-guide/id1387764857">https://apps.apple.com/sa/app/haj-guide/id1387764857</a> Play Store <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.pilgrimguide/">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bat.pilgrimguide/</a></p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত</p>
<p>২২. হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন (অর্থবছর: ২০১৭-১৮)</p>	<p>পূর্বে সমস্যা কি ছিল? ২০১৫ সালে সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটার তুলনায় হজযাত্রীদের সংখ্যা বেশি হয় এবং সে সময় হজ ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। অনেক হজযাত্রী সেই বছরে হজে যেতে পারেননি।</p>	<p>সমাধানে উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ কি করা হয়েছে? উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ খ্রি./১৪৩৭ হি. সন থেকে প্রথমবারের মত হজযাত্রীদের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে।</p>	<p>সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।</p>	<p>হ্যাঁ</p>	<p><a href="https://prp.pilgrimdb.org/">https://prp.pilgrimdb.org/</a></p>	<p>সমগ্র বাংলাদেশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চালুকৃত</p>

*[Signature]*  
০২-০১-২০১৮  
সহঃ আকবুর রশিদ মোল্লাহ  
সহকারী সচিব (সংস্কারণ)

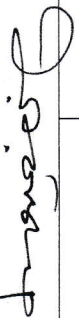


২৭.	ইলেক্ট্রনিক হাজিরা (অর্ধবছর: ২০২৭-২৮)	<p>হজযাত্রীদের হজে যাবার নিশ্চয়তা প্রদানের এই উদ্ভাবনের কারণে হজযাত্রীগণ নিবিঘ্নে কোন রকম বামোলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারছেন। শারাবহরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেম চালুর ফলে হজযাত্রীগণ নিবিঘ্নে কোন রকম বামোলা ছাড়া পবিত্র হজ পালনে যেতে পারবেন। হজে গমনেচ্ছুদের জন্য প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্প ত্রুটিমুক্ত ও সহজ হজ সম্পাদনের লক্ষ্যে হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম চালুর ফলে হজ গমনেচ্ছুদের প্রতারণিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই হজের কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত, সহজ এবং সবার জন্য সমান উপযোগী হিসেবে নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো- যারা চলতি বছর নিবন্ধন করা সত্ত্বেও হজ পালনে যেতে পারেননি; সে সব অভিরিক্ত হজে গমনেচ্ছু যাত্রীরা পরবর্তী বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হজ পালন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন একটি বছরব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক যিনি হজে যেতে ইচ্ছুক, বছরের যেকোন সময় প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করে পবিত্র হজে গমনের জন্য প্রাক-নিবন্ধিত হতে পারবেন।</p>	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ০২, জলুয়ারি, ২০২৮ তারিখ হতে ইলেক্ট্রনিক হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়।	সেবা/আইডিয়ারটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রয়োজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ২০২৭-২৮ অর্ধবছরে চালুকৃত
২৮.	হজযাত্রীদের নিবন্ধন (অর্ধবছর: ২০২৬-২৭)	<p>ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ প্যাকেজ ঘোষণার পরেই এই বছরের হজে যাবার নির্ধারিত ক্রমিক/সিরিয়ালের মধ্যে থাকলে প্যাকেজ অনুযায়ী ব্যাংকে টাকা জমা প্রদান এবং পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়। হজযাত্রী ব্যাংক থেকে নিবন্ধন সনদ সংগ্রহ করেন এবং মোবাইলে নিবন্ধিত হবার একটি SMS পান।</p>	সেবা/আইডিয়ারটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	<a href="https://pp.pilgrimdb.org/">https://pp.pilgrimdb.org/</a>	সমগ্রী বাংলাদেশ ২০২৬-২৭ অর্ধবছরে চালুকৃত	

২৫.	তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক সেবা (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	হজ অফিস ঢাকা (আসকোনা) তে হজ সংক্রান্ত হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত হেল্প ডেস্ক হজযাত্রীদের প্রাক-নির্দর্শন, নিবন্ধন, ফ্লাইটের তথ্য থেকে শুরু করে হজ বিষয়ক যে কোন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মক্কা ও মদিনায় হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়। উক্ত হেল্প ডেস্ক হজযাত্রীদের হারানো হাজি, হারানো লাগেজ, ফ্লাইট, পরিবহন সংক্রান্ত তথ্য এবং হজ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করা হয়। এছড়াও মিনাতে তথ্য সেবায় হজ বিষয়ক হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়।	সেবা/আইডিয়ারটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রয়োজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ ও মৌদি আরবের মক্কা, মদিনা, জেদ্দা
২৬.	কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে সরকারি হজযাত্রীদের রিপোর্টিং সেবা (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ হজ ফ্লাইটের কয়েকদিন পূর্বে হজ অফিস ঢাকায় কিওস্ক মেশিনের মাধ্যমে রিপোর্ট করেন এবং যাবতীয় দিকনির্দেশনা গ্রহণ করেন। এর ফলে যে সকল হজযাত্রীগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট করল না তাদের অতি দ্রুত অনুসন্ধান করা সহজ হয় এবং রিপোর্টিং করার জন্ম অবহিত করা হয়।	সেবা/আইডিয়ারটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রয়োজ্য নয়	ঢাকা, বাংলাদেশ
২৭.	হজ বিষয়ক কল সেন্টার এবং SMS সেবায় Short Code (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	হজ বিষয়ক কল সেন্টার সেবায় +8809602666707 নম্বর ব্যবহার করা হতো। নম্বরটি বড় হওয়ায় হজযাত্রীদের পক্ষে দ্রুত সময়ে এবং সহজে কল করা কঠিন ছিল। এ কারণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ বিষয়ক কল সেন্টার সেবায় প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১২ মার্চ ২০২৩ তারিখ হতে শর্ট কোড ১৬১৩৬ চালু করা হয়।	সেবা/আইডিয়ারটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রয়োজ্য নয়	সমগ্র বাংলাদেশ
২৮.	হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter প্রদান (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের অনুকূলে Details Information Letter সরাসরি হজ ম্যানজেরেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম হতে প্রিন্ট করে প্রেরণ/প্রদান করা হয়ে থাকে।	সেবা/আইডিয়ারটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	<a href="https://hajj.gov.bd/">https://hajj.gov.bd/</a>	সমগ্র বাংলাদেশ

০২.০১.২০২৪  
  
 মহঃ আব্দুর রশিদ মোস্তাফিজ  
 সরকারী সচিব (সংস্কার)

২১.	সৌদি আরবে অসুস্থ হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবায় Kiosk মেশিনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা প্রদান (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মস্কা ও মদিনায় একজন হজযাত্রী Kiosk মেশিনে পিআইডি প্রদানের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক হেলথ প্রোফাইল সম্বলিত স্বয়ংক্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রিন্ট হচ্ছে।	সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সৌদি আরবের মস্কা, মদিনা, জেদ্দা
২০.	হজযাত্রীদের আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা ও গাইডের তথ্য (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	হজ বিষয়ক পোর্টাল (www.hajj.gov.bd) থেকে একজন হজযাত্রী ট্রাকিং নম্বর প্রদানের মাধ্যমে আবাসন, ফ্লাইট ও ভিসা ও গাইড সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য অনুসন্ধান পারেন।	সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	https://hajj.gov.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ অর্ধবছরে চালুকৃত
১৯.	হজযাত্রীদের GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে ত্রুটি খুঁজে বের করা (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	হজ গাইড মোবাইল App এ প্রতিবছর বিনা, আরাযার ত্রুটি হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হয়। এর ফলে একজন হজযাত্রী খুব সহজেই তার কাঙ্ক্ষিত ত্রুটি GPS ট্রাকিং এর মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পারেন।	সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	২০১৬-১৭ অর্ধবছরে চালুকৃত
১৮.	হারনো হজযাত্রী ও হজযাত্রীদের হারনো নাগেজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (অর্ধবছর: ২০১৬-১৭)	হজ মৌসুমে বাংলাদেশ হজ মিশন মস্কা ও মদিনায় হেজ ভেঙ্ক হজযাত্রী হারিয়ে গেলে তার তথ্য অনুসন্ধান করেন এবং হজযাত্রীকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সহায়তা প্রদান করেন। একইভাবে যে হারনো নাগেজ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও সর্বাঙ্গিক সহায়তা প্রদান করা হয়।	সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	প্রযোজ্য নয়	সৌদি আরবের মস্কা, মদিনা, জেদ্দা
১৭.	আল-কোরআন ডিজিটাল (অর্ধবছর: ২০১১-১২)	এ ওয়েবসাইটে পবিত্র কোরআনের বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে প্রতিবর্ণন অনুবাদ দেখতে, শুনতে ও পড়তে পারেন।	সেবা/আইডিমাটি কার্যকর/চালু রয়েছে।	হ্যাঁ	http://quran.gov.bd/	সমগ্র বাংলাদেশ অর্ধবছরে চালুকৃত

  
 Md. Abdur Rashed  
 সচিব  
 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার